মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠসম্পদ উপন্যাস। 'বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব' বস্তুত বাংলা উপন্যাস(নভেল) আবির্ভাবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির ইতিহাস। উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ, উনবিংশ শতাব্দীর যুগপরিবেশ ও জীবনবোধ ওতোপ্রোত-ভাবে জড়িত। গদ্যের ক্রমবিকাশের পথে অনুবাদ অনুসরণের মাধ্যমে কাহিনীমূলক রচনার আবির্ভাব ঘটে। পাশ্চাত্ত্য নভেলের অনুকরণে বাংলায় অনুরূপ রচনা প্রবর্তনের উৎসাহ ও আতিশয্যের ফলে প্রাক্‌বঙ্কিম পর্বে উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণাক্রান্ত রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এগুলোতে উপন্যাসোচিত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের অভাবও সুপ্রকট। বলাবাহুল্য এই রচনাগুলি উপন্যাস হ'য়ে উঠেনি। তবে উপন্যাসের ভিত তৈরি করে, উপন্যাসের ক্রমোন্মোচনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উনিশশতকের যুগপরিবেশ এবং এই রচনাগুলো কিভাবে উপন্যাস উদ্ভবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতিও করেছে - সেদিকে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের উন্মেষপর্বের আলোচনায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য যে রচনাগুলোতে লক্ষ্য করা যায়, বস্তুত উপন্যাস হয়ে উঠার সম্ভাবনা যেগুলোতে ছিল সেই রচনাগুলোকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'(১৮৫১-৬০) 'আলালের ঘরের দুলালে'র পরবর্তী কালের রচনা হলেও উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় এতে নেই। তাই এ আখ্যানটি আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে আলোচিত হয়নি। আমাদের মূল গবেষণা সন্দর্ভটি আটটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে 'ভূমিকা'। এই অধ্যায়ে উপন্যাসের তাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে উপন্যাসের স্বরূপ ও লক্ষণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। উপন্যাসে বাস্তবতা ও যুগজীবনের গুরুত্ব আলোচনা করে উপন্যাস ও আঙ্গিকের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট সংজ্ঞার্থে বাংলা উপন্যাস ভাবনার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনাও রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'কালের যাত্রা ও উপন্যাসের সূচনা'। এই অধ্যায়ে প্রথমে বাংলা গদ্য আবির্ভাবের সামাজিক ও নান্দনিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিবর্তিত সামাজিক অবস্থা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কোম্পানির নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রামীন সাধারণ মানুষের জীবনও বিবর্তিত হ'তে থাকে। এই প্রসঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাঙালি জীবনে সর্বপ্রকার অভিনবত্ব আনয়ন করে। জীবনবোধের পরিবর্তনের ফলে বাংলাসাহিত্যে মানবসৃষ্টির নবপর্যায় সূচিত হয়। পাঠক সমাজের সৃষ্টি হয়। নানাপ্রকার পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার মাধ্যমে গদ্যও ক্রমশঃ জীবননির্ভর হ'য়ে ওঠে।

তৃতীয় অধ্যায় 'বাংলা কথাসাহিত্যের বিভিন্নধারা'। এই পর্যায়ে প্রথমে আমরা প্রাক্ আধুনিক কথাসাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছি। লক্ষণীয় উপন্যাসের বীজ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের উদ্ভবে এগুলোর প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব অনুভূত হয় না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাগদ্য সাবলীল হ'য়ে ওঠে। আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যগ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে তারাশঙ্কর তর্করত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, গোপীমোহন ঘোষ বাংলা সাহিত্যে কাহিনীধর্মী রচনার সূত্রপাত করে উপন্যাসের ভিত তৈরিতে সহায়তা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ মৌলিক সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমসাময়িক বিষয়ানুসারী করে তোলেন। তাঁদের রচনায় উপন্যাসের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের পূর্বসূরী হিসেবে রচনাগুলি উপন্যাস আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে।

চতুর্থ অধ্যায় 'অস্পষ্ট পথরেখা'। এখানে হানা ক্যাথেরীণ ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'এর নিবিড় পাঠদ্বারা এর মধ্যে প্রকট যথার্থ উপন্যাসের স্বরূপ ও লক্ষণের অসম্পূর্ণতাগুলো তুলে ধরে রচনাটির গুরুত্ব আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'উপন্যাসের পদধ্বনি'। এখানে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'এর বহুমাত্রিক আলোচনা করে উপন্যাসোচিত অসম্পূর্ণতার দিকে আলোকপাত করে উপন্যাসের উদ্ভবে রচনাটির গুরুত্ব আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'নূতন আঙ্গিকের সন্ধান'। রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'এর বিভিন্নমুখী আলোচনার মাধ্যমে আখ্যানটির উপন্যাস সংজ্ঞার অসার্থকতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে সামাজিক পরিবারাশ্রয়ী উপন্যাসের উদ্ভবে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় 'ইতিহাস ও কল্পনার দ্বন্দ্ব'। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর বহুমুখী আলোচনা এখানে রয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ আখ্যানটিতে অবশ্যই লক্ষ করা যায়। তবুও আঙ্গিকগত ত্রুটি ও ভাষাগত দুর্বলতা রচনাটিকে উপন্যাসের পূর্ণসিদ্ধি দেয়নি। তবে এই পথেই আবির্ভূত হয়েছে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টম অধ্যায় 'উপসংহার - নূতন সূচনার পটভূমি'। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে উপন্যাসকল্প রচনার শিল্পাভাষ ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে উপন্যাসের সম্ভাবনার বার্তাই পরবর্তী সৃজনশীল পুরুষের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রই হ'লেন সেই সার্থকস্রষ্টা। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রপ্রস্তুত হয়েছে মাত্র। সবশেষে সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থের তালিকা দিয়েছি।

এই সমস্ত সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি উত্তরবঙ্গবিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার , জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগার, ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ গ্রন্থাগার, মনোহারী দেবী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার-এর সাহায্য পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণাবৃত্তি পেয়ে আমি এই গবেষণা কর্মে ব্রতী হই। এই গবেষণা কর্মে সুযোগ পাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ডঃ মনোরঞ্জন সরকার মহাশয়ের কাছে আমি চিরঋণী। গবেষণা নির্দেশক ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিটি স্তরে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, নিরন্তর সহায়তা ও স্নেহচ্ছায়ায় আমার পক্ষে দূরাঞ্চলে থেকেও একাজ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়া গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং সুনীল বরঠাকুর, প্রসেনজিৎ চৌধুরী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা দেবী, অর্ণবসেন, ডঃ সুধীরকুমার বিষ্ণু,ডঃরাত্রি নন্দী, ডঃ অপূর্বানন্দ মজুমদার, ডঃ রমা ভট্টাচার্য, জোসনা বেগম, অদিতি শইকীয়া, প্রতিমা নিয়োগী ও ভগীরথ দাস। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তাছাড়াও সন্দর্ভ প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিমলেন্দু দাস মহন্ত, রেখা চক্রবর্তী, স্মৃতিকান্ত বর্মন, কেতকী দত্ত, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে, গবেষণা সন্দর্ভ রূপায়ণে সার্বিক সহযোগিতা ও সস্নেহ অনুপ্রেরণার জন্য ডঃ বাণীপ্রসন্ন যিশু, ডঃ সুপ্রা ভট্টাচার্য, আমার স্বামী ডঃ গুরুদাস দাস ও মা-বাবার কাছেও আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রইলাম।